প্রথম আলো

17 APR 2012
পৃষ্ঠা ১ ... ২

হাঁকডাক থাকলেও ব্যবস্থা নেই

ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি, কোচিংও চলছে আগের মতো

মোশতাক আহমেদ ●

বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সময় নেওয়া অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়া বা মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রায় আড়াই মাস পরও বাস্তবায়িত হয়নি। এ ছাড়া শিক্ষকদের কোচিং নিয়ন্ত্রণের সুপারিশও কার্যকর হয়নি।

অভিভাবক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের হাঁকডাক থাকলেও পদক্ষেপ না থাকায় সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ কার্যকর হচ্ছে না।

জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অতিরিক্ত টাকার বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। শিগগিরই একটি সভা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আর কোচিংয়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।' মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক ছাত্রের অভিভাবক টাকা ফেরত না পাওয়ার অভিযোগ করে *প্রথম আলোকে* বলেন, মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছে। অভিভাবকদের ক্ষোভ আর গণমাধ্যমে লেখালেখির কারণেই মনে হয় মন্ত্রণালয় হাঁকডাক করেছিল। এখন যেহেতু তা বন্ধ, তাই মন্ত্রণালয়ের তৎপরতাও বন্ধ।

আইডিয়াল স্কুলের মতো মিরপুরের মণিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, মিরপুর বাংলা হাইস্কুল, মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা হাইস্কুল, ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ ভর্তির সময় অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠা কোনো প্রতিষ্ঠানই ওই টাকা ফেরত বা সমন্বয় করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

হাঁকডাক থাকলেও ব্যবস্থা নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরের আংশিক এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যমে ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন ও উন্নয়ন ফিসহ সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ আট হাজার এবং একই পাঠ্যক্রমের ইংরেজি মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নেওয়ার কথা। আর এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকার বেশি নেওয়া যাবে না। কোনো প্রতিষ্ঠান এর চেয়ে বেশি টাকা আদায় করলে তা মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় অথবা ফেরত দিতে হবে। মন্ত্রণালয় গত ৩০ জানুয়ারি ভর্তিতে নেওয়া অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা 'সমন্বয়' করতে বিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দেয়। তথ্য বিবরণীতেও এটি জানানো হয়। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি।

মণিপুর স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন বলেন, 'অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়া বা সমন্বয়ের বিষয়ে আমি কোনো চিঠি পাইনি। শুধু পত্রিকায় দেখেছি। চিঠি পেলে সভা ডেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আর কোচিং বন্ধ করা না করা নিয়ে কিছু বলা হয়নি।'

মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বেতন ছাড়াই মণিপুর স্কুলে নতুন ভর্তিতে অনুদানসহ ২৪ হাজার ৮০০ টাকা নেওয়া হয়।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমে বেতন ছাড়া ১৩ হাজার ৩০০ ও বাংলা মাধ্যমে ১১ হাজার ৬০০ টাকা নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম বলেন, 'এখনো অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা সমন্বয় করা হয়নি। তবে এ বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম বলেন, 'সভাপতি মহোদয় বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এ বিদ্যালয়ে ভর্তিতে বেতন ছাড়া বাংলা মাধ্যমে ১৭ হাজার ৯০০ ও ইংরেজি মাধ্যমে ১১ হাজার ৯০০ টাকা নেওয়া হয়। আর মুগদা শাখায় অনুদানের ভর্তিতে নেওয়া হয় দুই লাখ ১১ হাজার ৯০০ টাকা, মেধা কোটায় ৩১ হাজার ৯০০ টাকা। অধ্যক্ষ বলেছেন, এই শাখা এমপিওভুক্ত নয়।

অভিযোগ ওঠা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও প্রায় একই রকম বাড়তি টাকা নিয়েছে বলে তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এ এস মাহমুদ বলেন, 'অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে না বলে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুজন অভিভাবক আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। আমরা তা তদন্তের জন্য তদারক কমিটির কাছে দিয়েছি।' তিনি বলেন, কেউ অভিযোগ না করলে ব্যবস্থা নিতে সমস্যা হয়। এ ছাড়া আগামী বছর ভর্তির সময় টাকার বিষয়টি নির্ধারণ করতে নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে।

কয়েকজন অভিভাবক বলেন, এ নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কায় তাঁরা অভিযোগ করতে চান না। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংগঠন অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির বলেন, মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপের অভাবে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। কোচিংয়ের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।

কোচিং নিয়ে সুপারিশের বাস্তবায়ন নেই : কোচিংসংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটির সুপারিশে বলা হয়, কোনো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় বা অন্য কোথাও কোচিং করাতে পারবেন না। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। কমিটি প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পিছিয়ে পড়া বা দুর্বল শিক্ষার্থী বাছাই করে তাদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করারও সুপারিশ করে। এ ক্ষেত্রে আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এক ঘণ্টার অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য ১৭৫ টাকার সম্মানীর বিষয়টি পুনর্নির্ধারণ করতে বলা হয়। কিন্তু জানুয়ারির এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কোচিং-বাণিজ্যেও কোনো হেরফের হয়নি।

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের পক্ষে রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট কোচিং বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা কেন কোচিং বন্ধে পরিপত্র জারি করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কোচিং বন্ধে করণীয় ঠিক করতে ৪ জানুয়ারি যুগ্ম সচিব এ এস মাহমুদের নেতৃত্বে এই কমিটি গঠন করে।